মে ২০১৪, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড ২০১২

নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী

নারী বান্ধব ব্যাংকিং

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বর্তমানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো খুবই সহজ হয়েছে। এসব প্রযুক্তিগত উন্নতি আসলেই প্রশংসার দাবিদার।

– *আমীর হোসেন*
প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংক পরিক্রমার এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক আমীর হোসেন। তিনি ১৯৬৪ সালে তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদান করেন। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্লার্ক গ্রেড-১ পদে যোগদান করেন। ২০০২ সালে দীর্ঘ কর্মজীবন শেষে তিনি অবসর নেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই কর্মকর্তা কথা বলেন পরিক্রমা টিমের সাথে।

অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

অবসরের পর থেকে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত আছি। এছাড়া এলাকার বিভিন্ন অরাজনৈতিক উন্নয়নমূলক সংগঠনের সাথেও আমি নানাভাবে সম্পৃক্ত।

আপনার সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক আর বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক– এই দুইয়ের মধ্যে তুলনা করবেন কিভাবে ?

বর্তমানে প্রযুক্তিগত যে উন্নতি হয়েছে এটা আমাদের সময়ে ছিল না। আজকাল ক্যালকুলেটর, ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার ব্যবহার হচ্ছে। আমাদের ক্যালকুলেটর ছিল না, অনেক সময় মুখে মুখে হিসাব করতাম। অনলাইন ব্যাংকিং আর মোবাইল ব্যাংকিং যেটা চালু হয়েছে এতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো খুবই সহজ হয়েছে। এসব প্রযুক্তিগত উন্নতি আসলেই প্রশংসার দাবিদার।

প্রাক্তন উপমহাব্যবস্থাপক আমীর হোসেন

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত সময়ের কোন বিশেষ স্মৃতি কি মনে পড়ে ?

ব্যাংকে কর্মকালীন একটা স্মৃতি আমার খুব মনে পড়ে। ১৯৭২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা আসেন সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস চালু করার জন্য। এজন্য তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত গভর্নর মুশফিকুস সালেহীন আমাকে একবার ডেকে পাঠান এবং সেসময় সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টস পরিপূর্ণভাবে চালু করার দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৩ পর্যন্ত আমি সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্টসের সাথে জড়িত ছিলাম। বাংলাদেশ ব্যাংক আমাকে এমন একটি সুযোগ দেয়ায় আমি গর্বিত। ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় হিসাব শাখায় কর্মরত থাকার কারণে সকল উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সাথে আমার যোগাযোগ ছিল এবং তাঁদের সহযোগিতায় পদোন্নতির সকল ধাপে মেধাস্থান পাওয়ায় আমি সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের প্রতি আপনার কি উপদেশ থাকবে ?

তরুণদের প্রতি আমার উপদেশ থাকবে কাজের প্রতি উদ্যোগী, নিষ্ঠাবান হতে হবে এবং কাজের ক্ষেত্রে একথা ভাবা যাবে না, এটা ব্যাংকের কাজ। মনে রাখতে হবে আমার যে কাজ সেটা আমার দায়িত্ব, আমাকেই পালন করতে হবে। তাই এই দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা আমার কর্তব্য। এতে ব্যক্তি ও ব্যাংকের উন্নতি হবে। এটা মনে রেখে কাজ করলে সবাই সফল হবে।

সবশেষে আপনার পরিবার সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে ২০০৫ সালে ক্যান্সারে মারা যায়। ছোট ছেলে অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ ব্যাংকে ক্রেডিট অ্যানালিস্ট হিসেবে চাকরিরত। আর মেয়ে একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষিকা। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

খুলনায় স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স

পথশিশুদের ব্যাংক হিসাবের যাত্রা শুরু

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সের উদ্বোধন করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের ব্যবস্থাপনায় নগরীর হোটেল টাইগার গার্ডেন ইন্টারন্যাশনাল প্রাঙ্গনে ৫ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয় স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স ও মেলা।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন। বিভিন্ন ব্যাংকের ৫০টিরও বেশি স্টলে স্কুল ব্যাংকিং সম্পর্কে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ধারণা দেয়া হয় এবং ৬-১৮ বছর বয়সী প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। কনফারেন্সে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ছাড়াও নগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক, স্থানীয় বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধি, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ ও শিক্ষা কর্মকর্তাসহ প্রায় সাড়ে আটশ' অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে প্রধান অতিথি ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে কনফারেন্সে যোগদান করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কে এম শফিকুর রহমান এবং রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক দেবাশীষ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। কনফারেন্সে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। স্কুল ব্যাংকিংভুক্তদের মধ্য থেকে বক্তৃতা করেন খুলনা জিলা স্কুলের ৭ম শ্রেণির ছাত্র সিয়াম আদনান ও পথশিশু মোছা: টুম্পা শেখ।

দিনব্যাপী আয়োজনমালার অংশ হিসেবে আরও ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুতুল নাচ, স্কুল ব্যাংকিং বিষয়ক ভিডিও চিত্র প্রদর্শন, স্কুল ব্যাংকিং এবং আর্থিক শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপস্থাপনা এবং শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কুইজ প্রতিযোগিতা।

কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর বলেন, ২০১০ সালের নভেম্বরে শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে ২ লাখ ৮৬ হাজার। এসব হিসাবে শিক্ষার্থীরা সঞ্চয় করেছে ৩০৪ কোটি টাকা।

তিনি আরও বলেন, একটি নতুন ব্যাংক খুলতে মূলধন দরকার ৪০০ কোটি টাকা। আর ৯৬ কোটি টাকা হলে তারাই (শিক্ষার্থীরা) একটি ব্যাংক খুলতে পারবে। এ সঞ্চয় থেকে আপাতত একটি নতুন ব্যাংক খুলতে না পারলেও পরিবার ও সমাজের কল্যাণ হয় এমন খাতে তারা খরচ করতে পারবে। আর এটাই ছিল আমাদের স্কুল ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্য।

প্রধান অতিথি আরও বলেন, রেডিও-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে আর্থিক শিক্ষার ব্যাপারে বিভিন্ন প্রচার চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব সাইটেও একটি বিশেষ লিংক সংযোজিত হয়েছে। রেডিও-টেলিভিশনে বিশেষ প্রোগ্রামসহ স্কুল পাঠ্যক্রমে আর্থিক শিক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে ভাবছে বাংলাদেশ ব্যাংক।

গভর্নর বলেন, খুলনার আগে গত বছর ঢাকায় প্রথম স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স এবং সিলেটে স্থানীয় ব্যাংক ও স্কুলগুলোর শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা করা হয়। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে রংপুরে ও মার্চে চট্টগ্রামে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। মূলত আঞ্চলিক পর্যায়ে স্কুল শিক্ষার্থীদের সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলা ও ব্যাংকিং সেবার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে এ ধরনের ব্যতিক্রমী সমাবেশ ও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে বলে গভর্নর তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন।

পথ ও কর্মজীবী শিশুদের প্রতিনিধি টুম্পা শেখ

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং খুলনার মানবসেবা ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাস)-এর সহায়তায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রূপালী ব্যাংক লিঃ 'পথফুল সঞ্চয়ী হিসাব' এর আওতায় পথ ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য মাত্র ১০ টাকা জমা গ্রহণ করে ব্যাংক হিসাব খোলার কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান সঞ্চয়ী হিসাব খোলার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু কিশোরদের প্রতিনিধি মোছা: টুম্পা শেখ একটি আবেগপ্রবণ বক্তব্য উপস্থাপন করে। বক্তব্যটি পরিক্রমার পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হলো :

মোছা: টুম্পা শেখ

আমার নাম মোছা: টুম্পা শেখ, আমার বাবা নাই। সংসারে মা, তিন ভাই আর দুই বোন। আমরা সবাই নতুন বাজার চর বস্তিতে থাকি। আমি ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়ার পর অভাবের কারণে আর লেখাপড়া করতে পারি নাই। এখন আমি ফিশ কোম্পানিতে মাছ কাটার কাজ করি। সেখানে আমি প্রত্যেকদিন ১০ থেকে ২০ কেজি চিংড়ি মাছের মাথা কাটি। এ জন্য আমি প্রতি কেজিতে ৫ টাকা করে পাই। আমার আয়ের পুরোটাই মায়ের হাতে তুলে দেই। অভাবের সংসারে সব টাকাই খরচ হয়ে যায়। সে জন্য ব্যাংকে আমি একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে চাই। তাহলে আমার আয়ের কিছু টাকা ব্যাংকে জমা থাকবে আর তা থেকে আমি লাভ পাব। ভবিষ্যতে আমার জমানো টাকা আর লাভ আমার অনেক কাজে লাগবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর স্যার আর রূপালী ব্যাংক আমাকে এই সুযোগ দেওয়ায় আমি খুব খুশি। আপনারা সব ব্যাংক যদি আমাদের মতো গরিব শিশুদের এই রকম সুযোগ দেন, তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে। আজকে আমাদেরকে এখানে আনার জন্য আমরা খুব খুশি।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ৩১ মার্চ ২০১৪ ব্যাংকের ২য় সংলগ্নী ভবনের ব্যাংকিং হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ড. আব্দুল মান্নান চৌধুরী, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্ট আবেদ খান এবং ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ দিদার আলী। এছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

স্বাধীনতা দিবসে দেয়াল পত্রিকার উন্মোচন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৪ উপলক্ষে ৯ এপ্রিল ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান ভবন ও ২য় সংলগ্নী ভবনে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের দু'টি দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর বীর মুক্তিযোদ্ধা নাজনীন সুলতানা পত্রিকা দু'টি উন্মোচন করেন। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক ও বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাংক শাখার সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিব, যুগ্ম আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আফতাব উদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক বীর মুক্তিযোদ্ধা কে. এম আব্দুল ওয়াদুদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদ বাংলাদেশ ব্যাংক শাখার সভাপতি মোঃ নেছার আহাম্মদ ভূঁঞা, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার, হামিদুল আলম সখাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা দেয়াল পত্রিকা উন্মোচন করছেন

বাংলাদেশ ব্যাংককে আপনি কি অবস্থানে দেখতে চান?

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০-২০১৪ মেয়াদে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। যা বর্তমানে শেষ বছর অতিক্রম করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদ এবং এক্সিকিউটিভ ম্যানেজমেন্ট টিমের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী পাঁচ বছরের (২০১৫-২০১৯) কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত মহাব্যবস্থাপক সম্মেলনে এ সংক্রান্ত একটি রোডম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। যেখানে আগামী সেপ্টেম্বর ২০১৪ এর মধ্যে পরবর্তী কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। একটি বাস্তবসম্মত, সর্বগ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তার মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ সংগ্রহ করার লক্ষ্যে একটি প্রশ্নমালা (Stakeholder Feedback Form) তৈরি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ট্রানেট হোমপেইজে পোস্ট করা হয়েছে।

সাম্প্রতিক উন্নয়নের গতিধারায় আগামী পাঁচ বছরে বাংলাদেশ ব্যাংককে আপনি কি অবস্থানে দেখতে চান– সে বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত এই প্রশ্নমালার আলোকে সংগ্রহ করা হবে। আগামী ৭ মে ২০১৪ তারিখের মধ্যে এই Feedback প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য অফিসের সকল কর্মকর্তার সহযোগিতা কামনা করা যাচ্ছে।

কর্পোরেট ক্লায়েন্ট হিসেবে চিকিৎসা সুবিধা

বাংলাদেশ ব্যাংক এবং গ্রীণ লাইফ হাসপাতাল লিঃ, ৩২ গ্রীণ রোড, ধানমণ্ডি ঢাকা'র মধ্যে ৩০ জানুয়ারি ২০১৪ এক বছর মেয়াদে কর্পোরেট ক্লায়েন্ট হিসেবে চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে গ্রীণ লাইফ হাসপাতাল লিঃ বেশ কিছু সুবিধা প্রদান করবে। এ সুবিধাগুলো হচ্ছে :

- যাবতীয় প্যাথলজিক্যাল টেস্ট যেমন (Blood, Urine, Sputum) ইত্যাদির ক্ষেত্রে ৩০% ডিসকাউন্ট;
- রেডিওলজি এবং ইমেজিং যেমন (X-ray, CT Scan, MRI, Endoscopy, Echo, ECG, ETT) ইত্যাদির ক্ষেত্রে ২০% ডিসকাউন্ট;
- Histopathology এর ক্ষেত্রে ১০% ডিসকাউন্ট;
- Hospital Bed Rent এর ক্ষেত্রে ১০% ডিসকাউন্ট।

এ সকল সুবিধা ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাদের পিতা-মাতা, স্বামী ও স্ত্রী এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, এ সুবিধা পেতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আইডি কার্ড সংশ্লিষ্ট হাসপাতালে প্রদর্শন করতে হবে।

১৯তম আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে খুলনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৯তম আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা-২০১৪। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার ব্যবস্থাপনায় ৩ থেকে ৫ এপ্রিল ২০১৪ তিনদিন ব্যাপী এ আয়োজনে ৩১টি ইভেন্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০টি অফিসের চার শতাধিক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

৫ এপ্রিল ২০১৪ সকালে খুলনা জেলা স্টেডিয়ামে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় মাঠে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মাঠ প্রদক্ষিণ করে মশাল প্রজ্বলন করেন ব্যাংকের ক্রীড়াবিদ শেখ সিরাজুল ইসলাম। শপথ বাক্য পাঠ করান বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মোঃ দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার সভাপতি নওশাদ মোস্তফা। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রীড়া সংগঠক মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের মৃত্যুতে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। বিভিন্ন অফিসের ক্রীড়াবিদগণ সুশৃঙ্খলভাবে মার্চ পাস্টের মাধ্যমে মাঠে উপস্থিত প্রধান অতিথিকে অভিবাদন জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষভাগে খুলনা শিশু সদনের (বালিকা) শিশু-কিশোরীরা মাঠে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ ডিসপ্লে প্রদর্শন করে। উদ্বোধনী ভাষণে গভর্নর ড. আতিউর বলেন, বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংক তার শরীরে অনেকগুলো সাফল্যের পালক যুক্ত করেছে। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি চর্চার পুনঃপ্রচলন তেমনি একটি পালক। এছাড়া গভর্নর প্রস্তাব করেন যে পরবর্তীতে এধরনের আয়োজনে অবসর-গ্রহণকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য যেন অন্তত একটি বিশেষ ইভেন্ট চালু করা হয়। বক্তব্য শেষে শান্তির প্রতীক পায়রা এবং প্রতিযোগিতার ফেস্টুনসহ বেলুন উড়িয়ে গভর্নর প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এছাড়া এবছর থেকেই পুনরায় আন্তঃঅফিস ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য ব্যাংক প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেবার ব্যাপারে গভর্নর ব্যাংকের ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকদের আশ্বস্ত করেন।

প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন খুলনা অফিসকে শিল্ড প্রদান করছেন ডেপুটি গভর্নর

বিকেলে একই স্থানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সংগঠক ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। এর আগে তিনি আকর্ষণীয় দলগত রীলে এবং ১০০ মিটার স্প্রিন্ট ইভেন্ট দু'টি উপভোগ করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে সুর চৌধুরী বলেন, সব অফিস মিলিয়ে খেলাধুলা, সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চার মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে পারস্পরিক সেতুবন্ধনের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত গড়ে উঠছে। ডেপুটি গভর্নর জানান, ব্যাংক এই সকল সুকুমার বৃত্তি ও প্রতিভার বিকাশকে অনুপ্রাণিত করতে চায় বলেই এ বছরেও আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, এবছর অনেক প্রতিভাবান মুখের সন্ধান মিলেছে, ভবিষ্যতেও মিলবে। পরিশেষে সফলভাবে এতবড় একটি কর্মযজ্ঞ আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য অফিস প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার সভাপতি মোঃ আব্দুল খালেক (যুগ্ম পরিচালক)।

বিভিন্ন অফিসের ক্রীড়াবিদদের অভিবাদন গ্রহণ করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

দলগতভাবে সর্বোচ্চ পয়েন্ট অর্জন করে এবারের আয়োজনে চ্যাম্পিয়ন হবার মাধ্যমে শিরোপা অক্ষুণ্ণ রেখেছে স্বাগতিক খুলনা অফিস। ২য় ও ৩য় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে প্রধান কার্যালয় ও মতিঝিল অফিস। সাবেক দ্রুততম মানব, সিলেট অফিসের মোঃ ইকবাল হাসান এবারের আসরে দ্রুততম মানব এবং বরিশাল অফিসের রোজিনা আক্তার এবারের দ্রুততম মানবী নির্বাচিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ৩ এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক বানিয়াখামার স্টাফ কোয়ার্টারের মাঠে ভলিবল প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শুরু হয় তিনদিন ব্যাপী এই আসর। ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। একই দিন খুলনা জিমনেশিয়ামে ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী।

৩ এপ্রিল বিকেলে খুলনা অফিসের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয় সাহিত্য প্রতিযোগিতা। নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। পরদিন ৪ এপ্রিল একই স্থানে সঙ্গীত প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল।

চট্টগ্রাম অফিস

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের অভিষেক অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক ও বার্ষিক প্রীতিভোজ ১২ মার্চ ২০১৪ ব্যাংকের নতুন ভবন চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের বিগত পরিষদের সভাপতি মোঃ সুলতান মাহমুদ। প্রধান অতিথি নতুন পরিষদের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান এবং অফিসের উন্নয়নে পরিষদকে কাজ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, চট্টগ্রামের ২০১৪ সালের কার্যকরী পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা হলেন সভাপতি কাজী মোঃ মনির উদ্দিন, সহসভাপতি মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল আমিন ও মোঃ একরাম হোসেন, সম্পাদক মো. সাব্বিরুল আলম চৌধুরী, যুগ্মসম্পাদক মোঃ ইদ্রিছ মিয়া ও মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার, কোষাধ্যক্ষ বেলাল হোসেন, সহকারী কোষাধ্যক্ষ মোঃ সাজ্জাদ হোসাইন চৌধুরী। সদস্যরা হলেন রিয়াজ মোঃ জাহিদুল আলম, মোঃ শোয়াইব চৌধুরী, আবু হোসাইন মোঃ জামশেদ উদ্দীন, প্রদ্যুৎ আচার্য্য, শংকর কান্তি ঘোষ, মোঃ ফজলুর রহমান ও উত্তম কুমার নন্দী।

চট্টগ্রামের নবনির্বাচিত পরিষদের অভিষেক ও বার্ষিক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া ও অন্যান্য কর্মকর্তা

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কনফারেন্স হলে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন শীর্ষক একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। তিনি দেশের সুষম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও বিশাল জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লি খাতে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ঋণ বিতরণের আহ্বান জানান। কর্মশালায় মুখ্য আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান। তিনি প্রকৃত কৃষকদের কাছে ঋণের প্রবাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত কৃষি উৎপাদন অর্জনের লক্ষ্যে বিদ্যমান কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির বিভিন্ন দিক এবং এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক ওয়ার্কশপে প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান বক্তব্য রাখছেন

প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের আয়োজনে Foreign Exchange Transactions Reporting শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ১৮-২০ মার্চ ২০১৪ চট্টগ্রাম অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপমহাব্যবস্থাপক মাহফুজা খানম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক রাহেনা বেগম। আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকের ৩৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ এর আয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের সহযোগিতায় ইন্টিগ্রেটেড সুপার-ভিশন সিস্টেম শীর্ষক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ১৯-২০ মার্চ ২০১৪ চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী। কর্মশালায় চট্টগ্রামস্থ তফসিলি ব্যাংকের এডি শাখাসমূহের ৩২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

সিলেট অফিস

ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (সঃ) উদ্‌যাপন

পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী (সঃ)-২০১৪ উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের মসজিদে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন এবং উপমহাব্যবস্থাপকবৃন্দ সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী এতে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ব্যাংকের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পোষ্যদের মধ্যে ক্বেরাত ও রচনা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসের আওতাধীন চারটি জেলার (সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ) সকল তফসিলি ব্যাংকের অঞ্চল প্রধানদের অংশগ্রহণে ২৭ মার্চ ২০১৪ সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে একটি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক এস. এম. মনিরুজ্জামান। সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। নির্বাহী পরিচালক বলেন, এদেশের কৃষকগণই আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে টিকিয়ে রেখেছেন, তাদের শ্রমে উৎপাদিত ফসলেই এদেশ আজ সমৃদ্ধির পথে; কাজেই কৃষকের প্রতি আমাদের নিবিড় মনোযোগ দিতে হবে। সেই সাথে প্রতিটি ব্যাংককে চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ স্থানীয় সকল তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে ত্রৈমাসিক ভিত্তিক কৃষি ও পল্লি ঋণ এবং এসএমই ঋণ বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। তিনি সাধারণ উদ্যোক্তার পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি সময়ানুপাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ঋণ মনিটরিং ও আদায় কার্যক্রম জোরদার করতে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় সিলেট অফিসের কৃষি ঋণ ও এসএমই এন্ড এসপিডি এবং কৃষি ঋণ বিভাগের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ অফিস

আন্তঃঅফিস প্রতিযোগিতায় ময়মনসিংহ অফিস

খুলনায় ৩-৫ এপ্রিল ২০১৪ অনুষ্ঠিত ১৯তম বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতা-২০১৪ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত অঙ্গনে প্রবেশ করে ব্যাংকের দশম শাখা ময়মনসিংহ অফিস। ময়মনসিংহ অফিসের ১৮ সদস্যের একটি দল এবারের আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, সাহিত্য প্রতিযোগিতায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তিতে সহকারী পরিচালক আতিকুল মামুন ৩য় স্থান অধিকার করেন।

আন্তঃঅফিস ক্রীড়া, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া ময়মনসিংহ অফিসের কর্মকর্তাগণ

রাজশাহী অফিস

নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিনকে ৪ মার্চ ২০১৪ স্থানীয় ব্যাংকার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, এক্সিম ব্যাংক লিঃ এর আঞ্চলিক প্রধান মোঃ শামসুল ইসলাম, সাউথ ইস্ট ব্যাংক লিঃ এর ইভিপি এ এ এম আরিফুল হক, জনতা ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক নেসার আহমেদ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক কল্পনা সাহা এবং রাকাবের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল খালেক। নির্বাহী পরিচালক এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্য ক্লাবের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং ক্লাবের কর্মকাণ্ডে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

নির্বাহী পরিচালককে ক্রেস্ট প্রদান করছেন রাকাবের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী আয়োজিত On-line Foreign Exchange Transactions Reporting শীর্ষক একটি কর্মশালা ১০ মার্চ ২০১৪ রাজশাহী অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপমহাব্যবস্থাপক মাহফুজা খানম। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসসহ রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের ৩৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বগুড়া অফিসে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দারের যোগদান উপলক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার সকল সংগঠনের উদ্যোগে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ আবেদুর রহমানের সভাপতিত্বে অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ ইউনুস আলী। সভায় বগুড়া ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্যাশ), এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সিবিএ) ও কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে নেতৃবৃন্দ মহাব্যবস্থাপককে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিলের কমিটি

বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল, বগুড়ার ২০১৪ সালের কার্যকরী কমিটি সম্প্রতি গঠন করা হয়। নির্বাচিত সদস্যরা হলেন : সভাপতি- মোঃ আবেদুর রহমান, যুগ্ম ব্যবস্থাপক; সহসভাপতি মোঃ আব্দুর রউফ খান, উপপরিচালক; সাধারণ সম্পাদক মোঃ ছাইদার রহমান, উপপরিচালক; সহসম্পাদক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক; কোষাধ্যক্ষ মোঃ আতিকুর রহমান, উপব্যবস্থাপক; সদস্য মোঃ গোলাম হোসেন, উপব্যবস্থাপক ও খন্দকার রফিকুল ইসলাম, উপব্যবস্থাপক।

বগুড়া অফিস

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসে কৃষি/পল্লি ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা ৯ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্বে) মোঃ ইউনুস আলী। সভায় প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের কৃষি/পল্লি ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কৌশল বিষয়ে এ মতবিনিময় সভায় বগুড়া অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ

খুলনা অফিস

গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নরকে সংবর্ধনা

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর এবং নির্বাহী পরিচালক

গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরীর খুলনা গমন উপলক্ষে খুলনা ব্যাংকার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে ৩ এপ্রিল ২০১৪ এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি ও বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। প্রতি মাসে আমাদের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসে গ্রাহকের সংখ্যা ২০% হারে বাড়ছে। এছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে প্রবৃদ্ধির হার ৬% এর ওপরে স্থিতিশীল রয়েছে। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ব্যাংকারদেরকে সততা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেন। সংবর্ধনা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

নির্বাহী পরিচালক ও মহাব্যবস্থাপককে সংবর্ধনা

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে নবনিযুক্ত নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম এবং মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগীর সম্মানে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র।

নির্বাহী পরিচালক তাঁর বক্তব্যে অফিসের প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হওয়ার পাশাপাশি ব্যাংকিং ও অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিষয়ে নিজেদের জানার পরিধি বাড়ানোর পরামর্শ দেন এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এর আগে ৪ মার্চ ২০১৪ স্থানীয় ব্যাংকার্স ক্লাবের পক্ষ থেকে কর্মকর্তাদ্বয়ের সম্মানে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধান ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম ৯ ফেব্রুয়ারি এবং মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী ৫ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিমকে ক্রেস্ট দিচ্ছেন মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী। পাশে উপমহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

বিবিটিএ এবং বিআইবিএম'র উদ্যোগে এবং খুলনা অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ (উইং-২) এর ব্যবস্থাপনায় খুলনা অফিসের সভাকক্ষে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মাসে কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২ ও ৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী Money and Banking Data Reporting শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্সের উদ্বোধন করেন ভারপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ৪০ জন কর্মকর্তা দু'দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণে এসবিএস-১,২,৩ এবং ব্যাংকিং ডাটা রিপোর্টিংয়ের বিষয়ে ধারণা লাভ করেন।

১২ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি বিবিটিএ'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় Detection and Disposal of Forged Notes শীর্ষক কর্মশালা। দুইদিনের এ কর্মশালায় ৮০ জন প্রশিক্ষণার্থী জালনোট চিহ্নিতকরণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম বিষয়ে ধারণা লাভ করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী এবং প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুর রহিম।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী-২০১৪

নারী বান্ধব ব্যাংকিং

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

লিজা ফাহমিদা

মেলায় প্রদর্শিত পণ্য

নারী উদ্যোক্তা খাতে অনুকূল পরিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে ১৩ মার্চ ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের আয়োজনে 'নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী-২০১৪' ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সকল ব্যাংক, নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কেয়ার বাংলাদেশ ও জাইকা বাংলাদেশের সহযোগিতায় হোটেল রূপসী বাংলায় দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে ঢাকা ও চট্টগ্রামের বাইরে ছোট শহর ও গ্রামীণ নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য এবং সেবা সকলের কাছে তুলে ধরা হয়।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (এসএমই) খাতে নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নকারী ৭৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং সারাদেশ হতে এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ সুবিধা প্রাপ্ত প্রায় পাঁচ শতাধিক নারী উদ্যোক্তা তাদের পণ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতাকারী সরকারি ও বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন এবং নারী উদ্যোক্তা চেম্বার ও দেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী সংগঠন এফবিসিসিআই, ডিসিসিআই ও এমসিসিআই এ সম্মেলনে অংশ নেয়।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন। একাত্তরের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করা প্রধান অতিথির বক্তব্যে গর্ভনর ড. আতিউর রহমান নারীর ক্ষমতায়নে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারের উল্লেখ করে বলেন, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির নানা অঙ্গনে নারীর উপস্থিতি ও ক্ষমতায়ন আজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কর্মঠ, সৃজনশীল ও সফল নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে আজকের দিনটি খুবই আনন্দের। এখানে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ এবং নিরলস শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত নিত্য নতুন পণ্য প্রদর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন। নিজেদের সাফল্যের গল্প বলতে পারছেন এবং অন্যদের গল্পও শুনতে পারছেন।

তিনি বলেন, আমাদের দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারী। নারীদের বেশিরভাগই আবার গৃহিণী। নারী শুধু গৃহবধূ হয়ে থাকলে দেশের কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে। শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। নারীর আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বিকাশে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক গত কয়েক বছর ধরে কাজ করে আসছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজের মধ্যে রয়েছে নারীদের অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা। এর উদ্দেশ্য হলো নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত করা, এসএমই খাতের নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা এবং সমতাভিত্তিক টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

গভর্নর আরও বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালিত এসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন তহবিলের ন্যূনতম ১৫ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ বরাদ্দকৃত অর্থ যেন প্রকৃত নারী উদ্যোক্তারা পান, সেজন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কঠোরভাবে নজরদারি করছে। নারী উদ্যোক্তারা এখন কেবলমাত্র ব্যক্তিগত জামানতের বিপরীতে ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারছেন। ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তারা গ্রুপ গঠন করে ৫০ হাজার টাকা বা তার বেশি অঙ্কের ঋণ নিতে পারছেন। কুটির শিল্প খাতে তারা এর চেয়ে কম অঙ্কের ঋণ নিতে পারছেন। কম্পিউটার, ল্যাপটপ, তথ্যপ্রযুক্তি ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে পুনঃঅর্থায়িত ঋণের নিম্নসীমা ৫০ হাজার টাকার নিচে করার বিষয়ে শীঘ্রই নির্দেশনা জারি করা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের জন্যে আলাদা ডেস্ক স্থাপন ও সেবাবান্ধব আচরণ নিশ্চিত করার জন্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। নারী উদ্যোক্তাদের পাশে বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময় ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

নারী উদ্যোক্তারা তাদের পণ্য প্রদর্শন করছেন

সম্মেলনে গভর্নর ড. আতিউর রহমান ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

তাদের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ হতে সাধ্যমতো সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে-এ নিশ্চয়তা প্রদানের মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম তাঁর বক্তব্যে এসএমই খাতের সমস্যা সম্ভাবনা এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক হান্নানা বেগম তাঁর বক্তব্যে নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার চিত্র তুলে ধরেন। আরও বক্তব্য রাখেন কেয়ার বাংলাদেশের প্রধান জেমি টারজি, বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা এবং এমসিসিআই প্রেসিডেন্ট রোকেয়া আফজাল রহমান, জাইকা বাংলাদেশ প্রধান মিকিও হাতাইদা। অনুষ্ঠানে এবিবি, বিএলএফসিএ, ডিসিসিআই ও এফবিসিসিআইয়ের সভাপতিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, এসএমই বিভাগের জন্মলগ্ন হতেই গভর্নর ড. আতিউর রহমানের দিক নির্দেশনায় নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং সারা দেশে নারী উদ্যোক্তা অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের যে নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে আজকের আয়োজনের মাধ্যমে কিছুটা হলেও তা জনসমক্ষে তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তা কার্যক্রম ও দেশের নারী উদ্যোক্তাদের সাফল্যের উপর একটি প্রামাণ্য চিত্রের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা ও এসএমই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিগত চার বছরের কার্যক্রম দেখানো হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী। বক্তব্যে তিনি এ সম্মেলন ও মেলা আয়োজনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন এবং অতিথিদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উপস্থিত নারী উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে দু'জন সফল নারী উদ্যোক্তা তাদের উদ্যোগ, সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প শোনান। এরপর অংশগ্রহণকারী এসএমই অর্থায়নকারী ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে দু'টি প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধানরা বক্তব্য রাখেন।

বিকেলের প্রথম অধিবেশনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে Women in Business: Networking & Organization শিরোনামে একটি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আশ্রাফুল আলম নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসায়ে নেটওয়ার্কিং ও সংগঠনের গুরুত্ব, সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরে প্যানেল আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী উদ্যোক্তাদের যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেসব সমস্যা এবং তা সমাধানের উপায়, সরকারি ও বেসরকারি খাতের এসএমই খাত নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো কি কারণে তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারছে না সে বিষয়ে প্রারম্ভিক আলোচনার আবহ তৈরি করেন। পরবর্তীতে প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিডব্লিউসিসিআইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট হাসিনা নেওয়াজ, ডব্লিউইএবি'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট নাসরিন আওয়াল মিন্টু, বেসিসের প্রেসিডেন্ট শামীম আহসান, বিডব্লিউসিসিআই'র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট সেলিমা আহমেদ, ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, কেয়ার বাংলাদেশের সাইফ এম এম ইসলাম এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। প্যানেল সদস্যরা নেটওয়ার্ক তৈরিতে তাদের নিজস্ব সংগঠনের কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং তাদের আলোচনায় উঠে আসে নেটওয়ার্কিং ও সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের নানান উপায়।

প্যানেলের সভাপতি ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা নারী উদ্যোক্তাদের প্রতি নিজেদের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্কিং ও সংগঠন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি সরকারি ও বেসরকারি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নারী উদ্যোক্তাদের নিজেদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলা ও আন্তঃসংগঠন যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও সমস্যা উত্তরণে পরামর্শ সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে Responsibility of Different Stakeholders in Women SME Development বিষয়ে দ্বিতীয় প্যানেল আলোচনাটি শুরু হয়। অন্যান্য প্যানেল সদস্য হিসেবে ছিলেন নাসিবের সভাপতি মির্জা নুরুল গণি শোভন, এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ ইহসানুল করিম, বিসিকের চেয়ারম্যান শ্যাম সুন্দর শিকদার, জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এস. এম. আমিনুর রহমান, ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মেহমুদ হোসাইন, প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কান্তি কুমার সাহা, ইন্সপায়ার্ড বাংলাদেশের টিম লিডার আলী সাবেত এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। প্যানেল আলোচনার সূত্র উপস্থাপন করেন ব্যাংক এশিয়ার উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আরফান আলী। প্যানেল আলোচনায় বক্তারা

মেলায় প্রদর্শিত পণ্য

এসএমই স্টেকহোল্ডার হিসেবে নিজ নিজ ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা তুলে ধরেন এবং কিভাবে তাদের কার্যক্রমে গতিশীলতা বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন। একটি স্বনির্ভর, সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সকল স্টেকহোল্ডারদের কাজের সমন্বয় বাঞ্ছনীয় বলে তারা একমত হন। প্যানেল আলোচনার মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী। প্যানেল আলোচনার শেষে একটি স্লাইড শো'তে উন্নয়ন সহায়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উপস্থাপন করা হয়।

পরবর্তীতে মেলায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মধ্য হতে সেরা ১১টি পণ্য নিয়ে একটি বিশেষ পণ্য প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

■ *লেখক : জেডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র.কা.*

সালমা হোসাইন, টেক্সটাইল উদ্যোক্তা

সালমা হোসাইন

মেসার্স ঐশিক টেক্সটাইলের প্রোপাইটর মিসেস সালমা হোসাইন প্রথম ব্যবসা শুরু করেন ১৯৯০ সালে। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি ২০০৩ সালে ব্যবসার হাল ধরেন এবং পুরোদমে ব্যবসা শুরু করেন। তার ব্যবসার ধরন কাপড় উৎপাদন ও বিক্রি। এই প্রতিষ্ঠান প্রধানত সুতা থেকে কাপড় প্রস্তুত করে থাকে এবং তা ঢাকা, নরসিংদীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাইকারি বিক্রি করা হয়। ২০১২ সালে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেড, মাধবদী শাখা থেকে সালমা হোসাইন ৩০ লাখ টাকার ঋণ সুবিধা পান যার ফলে গত কয়েক বছরে তার ব্যবসায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে তার প্রতিষ্ঠানে দুই শিফটে নিয়োজিত কর্মচারীর সংখ্যা ৭০। গত কয়েক বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এই বছর আরো কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে তিনি তার ব্যবসায় উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ৭০ জন লোকবল ৯৮ টি মেশিনের সাহায্যে দৈনিক গড়ে ৫০০০-৬০০০ গজ কাপড় প্রস্তুত করা হয়। প্রাথমিক বাছাই শেষে তা বিক্রির উপযুক্ত হয়। ২০১৩ সালে তার বিক্রির পরিমাণ ছিল প্রায় ৫ কোটি টাকা। তার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিএসসি অনার্স।

মোছাঃ হালিমা খাতুন, কারচুপি উদ্যোক্তা

মোছাঃ হালিমা খাতুন

উচ্চশিক্ষিত সফল নারী উদ্যোক্তা হালিমা খাতুন ২০০৫ সালে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে শাড়ির কারচুপির কাজ শুরু করেন। ২০০৬ সালে তিনি নিজ বাড়িতে বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, অসহায় প্রতিবেশী মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকটি হস্তশিল্পের অর্ডার নিয়ে কারচুপির কাজ করতে থাকেন। ২০০৯ সাল থেকে ঢাকাসহ বিভিন্ন শহরের শপিং মলে সরাসরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যাপক পণ্য সরবরাহ শুরু করে প্রভূত সফলতা অর্জন করেন। বর্তমানে তার অধীনে কর্মরত মহিলার সংখ্যা ৪০০ জনের অধিক এবং বেতনভুক্ত সার্বক্ষণিক পুরুষ কর্মীর সংখ্যা ৬ জন। তার এ সফলতার ধারাবাহিকতায় বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দিয়ে তার পাশে রয়েছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, কুমারখালী শাখা।

স্মিতা চৌধুরী
বৃন্তা জুট হ্যান্ডিক্র্যাফ্ট্স

(বহুমুখী পাট পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও বিপণন)

কিভাবে উদ্যোক্তা হলেন?

জীবন সংগ্রামে প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম এক সময়ে। তখন জেডিপিসি'র ইরানী আপার সথে পরিচয় হয় এবং তিনি পাটজাত পণ্যের ব্যবসায়ের পরামর্শ দেন। সময়টা ছিলো ২০০৭, সেখান থেকে শুরু। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই হেল্পডেস্ক থেকে পরামর্শক্রমে ২০১১ সালে সোনালী ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে ব্যবসায়ের প্রসার ঘটে।

স্মিতা চৌধুরীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন লিজা ফাহমিদা

নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন ও পণ্য প্রদর্শনী-২০১৪তে অংশগ্রহণে আপনার অনুভূতি কি?

অনুভূতি খুব ভালো। আমি যখন স্টেজে আমার প্রতিষ্ঠানের পণ্যসামগ্রী দর্শকদের দেখাচ্ছিলাম তখনকার অনুভূতি ছিল অসাধারণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অন্যান্য সম্মানিত অতিথিরা যখন আমার পণ্যের প্রশংসা করছিলেন, আমি আবেগে ভাষা হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিজেকে অনেক সম্মানিত মনে হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তা হিসেবে কোনো চ্যালেঞ্জ রয়েছে কি?

কিছুটাতো রয়েছেই। রাতে বাইরে কাজ করা, ট্রাভেল করা, একা সবকিছু সামলানো– এসবে প্রচুর প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। ফ্যাক্টরির কাজেও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আবার সংসারের কাজও করতে হয়।

নিজের সাফল্য ও প্রত্যাশা নিয়ে কিছু বলুন।

২০১৩ এবং ২০১৪ পরপর দু'বার ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় শ্রেষ্ঠ নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার পেয়েছি। এছাড়া, ভারতের নৈনিতালে আয়োজিত মেলায় ২০১৩ সালে পুরস্কার পেয়েছি। বর্তমান প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য আমার পণ্যের গুণগত মান ও চাহিদা বৃদ্ধিসহ বাজার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

আমার একটি অনুরোধ আছে, এই মেলাটি যেন প্রতিবছর ৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে আয়োজন করা হয় এবং ২-৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংককে ধন্যবাদ।

ঢাকা থেকে ওসাকা

মুহম্মদ বদিউজ্জামান দিদার

ঢাকা থেকে কুয়ালালামপুর হয়ে ওসাকা। কুয়ালালামপুর থেকে ওসাকার কানসাই এয়ারপোর্ট প্রায় সাত ঘন্টার ভ্রমণ। মাঝখানে দক্ষিণ চীন সাগর, যেখানে কিছুদিন আগে বিধ্বস্ত হয়েছে মালয়েশিয়া এয়ারলাইন্সের বোয়িং ৩৭০ বিমানটি। প্রশান্ত মহাসাগরের পার ঘেঁষে ভোরবেলা প্লেন নামলো কানসাই এয়ারপোর্টে।

জাপানের সুন্দর শহরগুলোর একটি কিয়োটো। গাইড মিকি জানালেন, কিয়োটো এসেছে দুটি শব্দ থেকে KYO ও TO যা উল্টে হয়েছে বর্তমান রাজধানী TOKYO। পথে পথে পাহাড়ের গা ঘেঁষে গড়ে ওঠা জাপানিদের ঘরবসতি। পাহাড়ের বুক চিরে স্বচ্ছ পানির নদী। পুরো রাস্তা জুড়েই পাইন, ওক ও বাঁশের বন। প্রতি বছর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল হতে লক্ষ-লক্ষ পর্যটক আসে কিয়োটোর সৌন্দর্য দু'চোখ ভরে দেখার জন্য। গোল্ডেন প্যাভিলিয়নের সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে এবং নিজের চোখে তা দেখতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়েছে।

গোল্ডেন প্যাভিলিয়নের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য

সুইজারল্যান্ডের Bank for International Settlement (BIS) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ম্যানেজমেন্টের ওপর ওসাকায় ৫ দিনের ওয়ার্কশপের আয়োজন করে। মোট ৩০টি ব্যাংকের ৩৪ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন। ২০০৬ পরবর্তী সময়ে সাব প্রাইম ক্রাইসিস এবং ইউরো জোনের আর্থিক সংকটের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো নতুনভাবে রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভাবছে। বিভিন্ন সংকটের প্রেক্ষাপটে আজ রিজার্ভ ব্যবস্থাপকরা তারল্য, মুনাফা এবং ঝুঁকি বিবেচনায় গতানুগতিক রিজার্ভ ব্যবস্থাপনাকেই বেশি স্বস্তিদায়ক মনে করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন, জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতা বাড়ছে; যা তাদেরকে আবারও ডাইফার্সিকেশনের পাশাপাশি অধিক মুনাফার চাপ সৃষ্টি করছে। কতটা রিজার্ভ একটি দেশের জন্য স্বস্তিদায়ক তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। পুরনো হলেও এখনো আমদানির সাথে যোগসূত্র করে রিজার্ভের পর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে বিশ্বের অনেক দেশ; যদিও শুধুমাত্র আমদানি দায় মেটানোই রিজার্ভের একমাত্র লক্ষ্য নয়। দেশের স্বল্পমেয়াদি দায় এবং অর্থ সরবরাহের সাথেও রিজার্ভের পর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে অনেক দেশ। তবে আইএমএফের সর্বশেষ সূত্র অনুযায়ী রপ্তানি আয়, স্বল্প মেয়াদি ঋণ, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ এবং ব্রড মানির ওপর ভিত্তি করে ও প্রতিটি বিষয়ের ওপর ভরারোপ করে রিজার্ভের পর্যাপ্ততা নির্ণয়ের চেষ্টা করেছে। এতে ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট ব্যবস্থায় ফিক্সড এক্সচেঞ্জ রেট ব্যবস্থার তুলনায় কম রিজার্ভ সংরক্ষণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তবে এই সূত্রও বিতর্কের বাইরে নয়।

■ *লেখক: জেডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.*

ফিজিতে প্রশিক্ষণ

আফরুনা রহমান

Financial Inclusion Strategy Peer Learning Group (FISPLG) এর একজন সদস্য হিসেবে AFI থেকে FISPLG-এর ৪র্থ সভায় অংশগ্রহণ ও বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রতিনিধিত্ব করতে আমি ফিজিতে যাই। সভাস্থল ফিজির 'নদী' নামের এক শহর। আমি ঢাকা থেকে দীর্ঘ দুইদিনের যাত্রা শেষে ২৬ মার্চ সকালে নদীতে পৌঁছলাম।

প্লেন থেকে নেমেই সুন্দর আকাশ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। দিকে দিকে পাহাড়, সবুজের সমারোহ আর নীল সমুদ্র দেখে মন ভরে গেল। প্রশান্ত মহাসাগরে দক্ষিণ-পশ্চিমের দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে গঠিত এই সুন্দর দেশটি। দেনারেউ আইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকত ঘেঁষে আমাদের হোটেল। আকাশ আর সাগরের নীল যেন মিলে মিশে একাকার! সারি সারি নারিকেল গাছ সাগরের তীরে যেন অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

4th AFI Financial Inclusion Strategy Peer Learning Group (FISPLG) Meeting এর সহযোগী আয়োজক ছিল রিজার্ভ ব্যাংক অব ফিজি। FISPLG-এর সদস্য ২৮টি দেশের মধ্যে প্রায় ২২টি উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও ব্যাংকিং খাতের ব্যক্তিরাই মূলত এসেছিলেন সেখানে। এদের মধ্যে তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, বুরুন্ডি, মেক্সিকো, পেরু, ইকুয়েডর, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিস্তিন, তুর্কি, মালয়েশিয়া, পাপুয়া নিউগিনি, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে আমি ও মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি থেকে একজন সদস্য মিটিংয়ে যোগদান করেছি।

Working group এর কাজের সুবিধার্থে এবং আগ্রহ ও প্রয়োজন অনুযায়ী চারটি সাব-গ্রুপ গঠন করা হয় শেষ দিনে। এর মধ্যে National Coordination & Leadership Case Studies সাব-গ্রুপে বাংলাদেশ ব্যাংক ও Principles for Public-Private Engagement in

দেনারেউ আইল্যান্ডের সমুদ্র সৈকত

Strategies-এ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ দেশের অন্যতম একটি ক্ষেত্র যেখানে বাংলাদেশ ব্যাংক নেতৃত্ব নিয়ে দেশের ব্যাংকিং সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করছে। AFI-এর মাধ্যমে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলোর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকাণ্ডের অভিজ্ঞতার আলোকে জ্ঞান আদান-প্রদান করার সুযোগটি খুব প্রয়োজন। তিনদিনব্যাপী মিটিংয়ে বিভিন্ন দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কৌশল বাস্তবায়ন, বিস্তৃত গবেষণার উপর আলোকপাত, মতামত প্রদান সর্বোপরি knowledge sharing সমৃদ্ধ করেছে আমার সীমিত জ্ঞানকে।

■ *লেখক: এডি, গভর্নর সচিবালয়*

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১২

শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তার স্বীকৃতি পেলেন ১৬ কর্মকর্তা

কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখায় বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১২ পেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মকর্তার স্বীকৃতি পেলেন ১৬ জন কর্মকর্তা। এ উপলক্ষে ২২ এপ্রিল ২০১৪ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে কৃতি কর্মকর্তাদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চূড়ান্তভাবে মনোনীত ৭ জন এবং ৩টি টিমে ৯ জন - সর্বমোট ১৬ জন কর্মকর্তাকে গভর্নরের স্বাক্ষরিত সম্মাননাপত্র এবং স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদক প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়।

২০১২ সালের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা হলেন মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টের উপমহাব্যবস্থাপক ড. সায়েরা ইউনুস, ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমস্ এনালিস্ট মসিউজ্জামান খান, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক মোহাম্মদ জহির হোসেন, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক মোঃ আলা উদ্দিন, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের উপপরিচালক প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের যুগ্মপরিচালক দিপ্তী রাণী হাজরা এবং আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেলের উপপরিচালক আবেদা রহিম। এছাড়াও পুরস্কারপ্রাপ্ত তিনটি টিমের মধ্যে ১ম টিমের সদস্যরা হলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিটের উপমহাব্যবস্থাপক এ, কে, এম এহসান, যুগ্মপরিচালক ইয়াসমিন রহমান বুলা, উপপরিচালক মোঃ মাসুদ রানা। ২য় টিমের কর্মকর্তারা হলেন আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমস্ এনালিস্ট হাসান আল মামুন, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের যুগ্মপরিচালক মুহাম্মদ আনিছুর রহমান এবং একই বিভাগের উপপরিচালক মোঃ মশিউর রহমান। ৩য় টিমের কর্মকর্তারা হলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের উপপরিচালক মোঃ ইকবাল হোসেন, উপপরিচালক মোহাম্মদ ইমাম হোসেন এবং মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশের একটি স্বচ্ছ, পেশাদারী ও মর্যাদাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আর পেশাদার জনশক্তিই পারে তাদের মেধা ও কঠোর শ্রমের মাধ্যমে সাফল্য এনে দিতে। তাই যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক এই সুনাম অর্জন করেছে, সেইসব মেধাবী, দক্ষ ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তাদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের উদ্দেশ্যেই এই পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজকের পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ভবিষ্যতে অন্যান্য কর্মী বিশেষ করে নবীন কর্মকর্তাদের সামনে কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তারা একটি সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করে বাংলাদেশ ব্যাংকের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে সম্মিলিতভাবে সচেষ্ট থাকবেন-এই কামনাই করছি।

নির্বাহী পরিচালক আহমেদ জামাল বলেন, ভালো কাজের স্বীকৃতি সবাই চায় আর ভালো কাজকে স্বীকৃতি দিলে সার্বিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। তাই বাংলাদেশ ব্যাংক এটিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০০৫ সাল থেকে রিকগনিশন অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে। ২০১২'র কৃতি কর্মকর্তাদের তিনি অভিনন্দন জানান এবং ভবিষ্যতেও তাঁদের এই কাজের ধারা বজায় রাখার পরামর্শ দেন।

পুরস্কারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে মোঃ আলা উদ্দিন বলেন, এ পুরস্কার পেয়ে আনন্দিত ও গৌরবান্বিত হয়েছি। বাংলাদেশ ব্যাংককে আধুনিকায়নের জন্য রুটিন কাজের বাইরে কাজ করেছি। আজকের এ পুরস্কার প্রাপ্তির ফলে আরও একাগ্রতা নিয়ে কাজ করার প্রতি দায়বদ্ধতা বেড়ে গেল।

সভাপতির বক্তব্যে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, ভালো কাজকে ভালো বলতে হবে, নাহলে অন্যরা উৎসাহিত হবে না। আজ যারা সম্মানিত হলেন তারা তাদের অধীনস্তদেরও এভাবেই দক্ষ কর্মী করে গড়ে তুলবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্ত ১৬ জন কর্মকর্তার সঙ্গে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

সম্মাননাপত্র, স্বর্ণপদক ও রৌপ্যপদকপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও টিম পরিচিতি

ড. সায়েরা ইউনুস (স্বর্ণপদক)
উপমহাব্যবস্থাপক, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট (এমপিডি)

ড. সায়েরা ইউনুস Monetary Policy, Interest Rate, Exchange Rate, Inflation and Growth নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। তিনি ২০১২ সালে Estimating growth-inflation trade-off threshold in Bangladesh গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেন এবং আন্তর্জাতিক সেমিনারে উপস্থাপন করে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। ড. সায়েরা ২০১২ সালে আরও একটি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছেন যা Monetary and Fiscal Policy এর Relative effectiveness এর উপর পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণা কর্মটির জন্য তিনি শ্রীলংকার কলম্বোতে নভেম্বর, ২০১২ তে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে award লাভ করেন। তিনি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের Monetary Policy Stance নির্ধারণের জন্য Monetary Condition Index (MCI) তৈরি করেন। এই MCI বাংলাদেশ ব্যাংকের Monetary Policy সংক্রান্ত কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম। উক্ত গবেষণা কর্মটিতে Monetary Transmission Channel এ Exchange Rate এবং Lending Rate এর ভূমিকা সম্বন্ধে জানা যায়।

মসিউজ্জামান খান (স্বর্ণপদক)
সিস্টেমস্ এনালিস্ট, ইনফরমেশন সিস্টেমস্ ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিডি)

মসিউজ্জামান খান Call Money Reporting System ও Call Money Monitoring System স্বল্প সময়ের মধ্যে তৈরি করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় ঋণদান সমিতি লিঃ, ঢাকা'র ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি Core Module, Fund Module, Loan Module এবং Share Module তৈরি করেছেন এবং নির্ভরযোগ্য ICT ভৌত অবকাঠামো তৈরিতে সহযোগিতা করেন। এছাড়াও আধুনিক মানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে Data Center হতে আপদকালীন অ্যাপ্লিকেশন চালনাক্ষেত্র Disaster Recovery Site এ Data Replication এর ব্যবস্থাসহ সকল Enterprise Application এর জন্য কেন্দ্রীয় তথ্য ভাণ্ডার Storage Area Network স্থাপনের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মোহাম্মদ জহির হোসেন (স্বর্ণপদক)
যুগ্মপরিচালক, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এন্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট (এফআইসিএসডি)

মোহাম্মদ জহির বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জাল-জালিয়াতি উদ্‌ঘাটন করেছেন যার মধ্যে আলোচিত ডেসটিনি-২০০০ লিঃ, সোনালী ব্যাংক লিঃ, আগারগাঁও শাখা, যমুনা ব্যাংক লিঃ এর দিলকুশা শাখা, প্রিমিয়ার ব্যাংক লিঃ এর মতিঝিল শাখা, চট্টগ্রামের বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক রয়েছে। এছাড়াও বিভাগে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগসমূহ দ্রুততার সাথে নিষ্পত্তি করা, সংসদীয় কমিটির জন্য প্রশ্নোত্তর প্রণয়ন, টাস্কফোর্স কমিটি, আন্তঃবিভাগীয় সভা ও কর্পোরেট মেমোরীর জন্য দক্ষতার সাথে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন।

মোঃ আলা উদ্দিন (স্বর্ণপদক)
যুগ্মপরিচালক, ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট (এফএসডি)

মোঃ আলা উদ্দিন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Financial Stability Report, 2010 এবং Financial Stability Report, 2011 একাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় লেখার পাশাপাশি উক্ত রিপোর্ট দু'টির Team of Editors-এর সদস্য হিসেবে সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তফসিলি ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততা দক্ষতার সাথে মনিটর করার লক্ষ্যে Capital Adequacy Monitoring System নামে ওরাকলভিত্তিক একটি ডাটাবেজ ডেভেলপ করেন। এছাড়াও তিনি ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এ Enterprise Data Warehouse (EDW) সংক্রান্ত বিজনেস টিমের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত Risk Management Guidelines for Banks সংক্রান্ত Team of Editors এর একজন সিনিয়র সদস্য হিসেবে উক্ত গাইডলাইন্সের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন।

প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা (স্বর্ণপদক)
উপপরিচালক, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্ট (পিএসডি)

প্রজ্ঞা পারমিতা সাহা ২০১২ সালে Financial Inclusion এর লক্ষ্যে মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের প্রসার, বিকল্প মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত কাজে ব্যাংকসমূহকে উৎসাহ প্রদান করেন। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের অনাপত্তিপ্রাপ্ত ব্যাংকসমূহ থেকে oversight কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ব্যাংকিং সেবার আওতা বহির্ভূত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ (যেমন বায়োমেট্রিক কার্ড) প্রচলনে ব্যাংকসমূহে উপস্থাপিত

কাগজপত্রাদি পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকসমূহকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানে সহায়তা প্রদান করেন। মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রদান কাজে সৃষ্ট সমস্যার ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহকে নীতিগত পরামর্শ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনে প্রজ্ঞা পারমিতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

দিপ্তী রাণী হাজরা (রৌপ্যপদক)
যুগ্মপরিচালক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি)

দিপ্তী রাণী হাজরা ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নে বিশেষত ব্যাসেল-২ এর মূল নীতিমালাসহ সকল সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন, ব্যাসেল-২ বাস্তবায়নের রোডম্যাপ এবং ব্যাসেল-২ এর স্ট্যান্ডার্ডাইজড অ্যাপ্রোচ অনুযায়ী ব্যাংকসমূহের ঋণ ঝুঁকির বিপরীতে ঝুঁকিভারিত সম্পদ নিরূপণের জন্য যোগ্য এক্সটার্নাল ক্রেডিট অ্যাসেসমেন্ট ইন্সটিটিউশন নির্বাচনের লক্ষ্যে একটি গাইডলাইন জারিসহ সম্পূর্ণ বিষয়টি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

আবেদা রহিম (রৌপ্যপদক)
উপপরিচালক, আইপিএফএফ প্রজেক্ট সেল

আবেদা রহিম জানুয়ারি ২০১২ হতে ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত আইপিএফএফ প্রজেক্টের কারিগরি সহায়তায় বিশ্ব ব্যাংকের ক্রয় নীতিমালা ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস্, ২০০৮ অনুসরণ করে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করেন, যা পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি) অফিস ও পিপিপি ইউনিট (অর্থ বিভাগের আওতাধীন) কে সহায়তা করেছে এবং সরকারের পিপিপি এজেন্ডা বাস্তবায়নকে বেগবান করেছে।

টিম-১ (রৌপ্যপদক) এ, কে, এম এহসান, উপমহাব্যবস্থাপক, ইয়াসমিন রহমান বুলা, যুগ্মপরিচালক, মোঃ মাসুদ রানা, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

এই টিম দুর্নীতি দমন কমিশন ও বাংলাদেশ পুলিশের সহযোগিতায় Risk/Vulnerability Assessment Report: Identifying Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Vulnerabilities in Bangladesh সম্পন্ন করে। এছাড়াও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধনী) আইন, ২০১২ প্রণয়ন, বিভিন্ন রিপোর্টিং সংস্থা কর্তৃক মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে পরিপালনীয় বিষয়গুলোকে সহজ ও প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনাপূর্বক গাইডলাইনসমূহ তৈরি এবং দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে বাংলাদেশের Egmont Group-এ সদস্যপদ প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছেন।

টিম-২ (রৌপ্যপদক) হাসান আল মামুন, সিস্টেমস্ এনালিস্ট, আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট (আইটিওসিডি); মুহাম্মদ আনিছুর রহমান, যুগ্মপরিচালক; মোঃ মশিউর রহমান, উপপরিচালক, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট (এফইওডি)।

এই টিম ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং ড্যাসবোর্ড তৈরির বিজনেস প্ল্যান প্রণয়নসহ তা বাস্তবায়ন করেছেন। বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন কার্যক্রমকে সহজতর ও স্বচ্ছতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে তারা নিম্নের ৪টি মডিউলের মাধ্যমে অনলাইনে রূপান্তর করেছেন ঃ

- ক. Online Export Monitoring System: ওয়েববেইজড কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে ইএক্সপি ম্যাচিং সিস্টেম প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থ ও সময় সাশ্রয়সহ রপ্তানি মনিটরিং জোরদার করা সম্ভব হয়েছে।
- খ. Online Import Monitoring System: এ সিস্টেমে আমদানি, পাইপলাইনে আমদানির পরিমাণ, আমদানি পণ্যের মূল্য পরিশোধসহ ওভারডিউ বিল অফ এন্ট্রির যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা যাচ্ছে।
- গ. Online Inward Remittance Monitoring System: ওয়েজ আর্নার্স রেমিট্যান্সসহ সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ, কারিগরি সহায়তা আয় ও সেবা রপ্তানির ইনভিজিবল রিসিপ্ট এই শাখা কর্তৃক মনিটর করা হচ্ছে।
- ঘ. Online TM Form Monitoring System: এয়ারলাইন্স, শিপিং লাইন্স ও কুরিয়ার সার্ভিসের ব্যয়াতিরিক্ত আয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদেশি প্রিন্সিপালের নিকট প্রেরণ, কারিগরি সহায়তা পেমেন্ট ও সেবা আমদানিসহ যাবতীয় ব্যয় টিএম ফরমের মাধ্যমে নির্বাহ করা হয়ে থাকে।

টিম-৩ (রৌপ্যপদক) মোঃ ইকবাল হোসেন, উপপরিচালক ও মোহাম্মদ ইমাম হোসেন, উপপরিচালক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ (এফআইএমডি); মোহাম্মদ আশফাকুর রহমান, উপপরিচালক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (বিআরপিডি)।

এই টিম আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক ধরন ও পদ্ধতি এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছু নতুন উদ্ভাবনী ধারণা সংযোজনপূর্বক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে একটি সময়োপযোগী ও পৃথক Stress Testing গাইডলাইন প্রণয়ন করেছেন। গাইডলাইনটির আলোকে Stress Testing সম্পন্ন করার পর ব্যতিক্রমী অথচ সম্ভাব্য আর্থিক আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একক ও সামষ্টিক সামর্থ্য ও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিরসনে করণীয় নির্ণয় করা সম্ভব হচ্ছে। টিমের সদস্যরা CAMELS Rating Guidelines, Prudential Regulations for Financial Institutions ইত্যাদি প্রণয়নসহ আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে ভূমিকা রেখেছেন।

বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি

সরকার কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক যথাযভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে ২০১৪'র মার্চ মাসে অনিয়ম ও অসদাচরণের অভিযোগে চারজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরমধ্যে অননুমোদিত অনুপস্থিতি, কর্তব্যকর্মে অবহেলা ইত্যাদি অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনজন কর্মকর্তাকে তিরস্কার এবং একজন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

যাঁরা অবসরে গেলেন...

মোঃ মোসলেহ উদ্দিন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১২/৩/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১২/৩/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-১

পঙ্কজ কুমার সরকার

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১/৩/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৩/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-১

আফিয়া বেগম

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
৩০/৯/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি :
২৩/৩/২০১৪
খুলনা অফিস

মোঃ মোতালেব হোসেন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/২/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৩
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ বনি আমিন

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১২/১০/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১/১/২০১৪
মতিঝিল অফিস

সৈয়দ হাফিজুর রহমান

(সহকারী পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১২/১২/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
১১/৩/২০১৪
খুলনা অফিস

এস এম আব্দুস সালাম

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৮/৬/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
১/৩/২০১৪
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ আলমগীর মিয়া

(যুগ্মপরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৩/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৩০/১২/২০১৩
খুলনা অফিস

মোঃ সাজ্জাদ হোসেন

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৬/২/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি :
২৭/৩/২০১৪
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ নুরুল ইসলাম-১

(যুগ্মব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৫/৬/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/৩/২০১৪
খুলনা অফিস

শেখ বাদশা মিয়া

(উপমহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
৩১/১২/২০১৩
খুলনা অফিস

মোঃ আবদুল আজিজ মীর

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২০/৬/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি :
৫/৩/২০১৪
খুলনা অফিস

গোলাম সারোয়ার তালুকদার

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
২৭/৫/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি :
৭/৩/২০১৪
বিভাগ : এইচআরডি-১

মোঃ খায়রুল আলম

(উপব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান :
১৪/৫/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি :
১৯/৩/২০১৪
খুলনা অফিস

শোক সংবাদ

মো ঃ জাহাঙ্গীর আলম

(সাবেক যুগ্মপরিচালক)
জন্ম ঃ ৩০/০৬/১৯৪৯
ব্যাংকে যোগদান ঃ
১৪/১০/১৯৬৮
মৃত্যু ঃ ৪/৪/২০১৪

সরকার আখতারুজ্জামান

(উপব্যবস্থাপক)
মতিঝিল অফিস
জন্ম ঃ ২২/৮/১৯৫৭
ব্যাংকে যোগদান ঃ
২/৬/১৯৮১
মৃত্যু ঃ ২৯/৩/২০১৪

মুছাদ্দেক হোসেন

(উপব্যবস্থাপক)
মতিঝিল অফিস
জন্ম ঃ ২/১২/১৯৫৯
ব্যাংকে যোগদান ঃ
১৫/৫/১৯৮৫
মৃত্যু ঃ ৫/৪/২০১৪

মোঃ আছাদুল ইসলাম

(অফিসার)
জন্ম ঃ ১২/১১/১৯৬১
ব্যাংকে যোগদান ঃ
৬/১১/১৯৮৪
মৃত্যু ঃ ২৫/১/২০১৪

রৌদ্র ও জলের গল্প
নাসরিন বানু

রোদ চলে যায় রোদ চলে যায় মাঠ পেরিয়ে গাঙে
জল বসেছে ঘরের দোরে দু'পাড় শুধু ভাঙে

ঘরই ভালো এখন আমার নদীতে নেই সুখ
ঘরতো মনে মনে ভাবে 'জলে ভাঙে বুক'

জলকে বললাম রোদ ডিঙিয়ে ধরতে পার যদি
ফিরে এসে জল বললো 'শুকনো বড় নদী'

চাষ করেছি বাইরে ঘরে মৌসুমী সব চারা
বাগান বেছে সাফ করেছি খড়কুটো আর নাড়া

এরই মাঝে সুঠাম বাতাস উঠলো বাঁকা ঘাড়ে
সবুজ পাতার ঘাড় মুচড়ে শেকড় ধরে নাড়ে

ঘাসগুলোকে ঢেকে রাখে লম্বা মেঘের চুল
প্রাঙ্গণে মোর ফুটছে দেখি বিষ মাখানো ফুল।

কবি পরিচিতি : জেডি, ডিওএস, প্র. কা.

চন্দ্রাবতী
মোঃ সাইরুল ইসলাম

চন্দ্রাবতী, আজও আমি তোমায় ভালোবাসি
তোমার খোঁজে তাইতো আমি দেশে ফিরে আসি।
সুখ পেলাম অর্থ পেলাম, পেলাম সোনার ঘর
এসব পেয়েও মন যে বলে আমি ওদের পর।

বউ- ছেলেদের ভালোবাসায় জীবন পরিপূর্ণ
তবুও এ মন কাঁদে কেন চন্দ্রাবতীর জন্য।
সে- ই যে কবে ছোট্ট বেলায় চন্দ্রাবতীর দেখা
চন্দ্রাবতীর ছবি আজও মনের মাঝে আঁকা।

যে- ই শুনলো বাবার সাথে বিদেশ দেবো পাড়ি
অমনি সেদিন কাছে এসে দিয়ে গেলো আড়ি।
তারপরেতে কি যে কান্না, কি যে ভালোবাসা
সে দিন থেকেই চন্দ্রাবতী বুকে বাঁধে বাসা।

ভালোবাসা কি যাতনা, ভালোবাসাই জানে
ভালোবাসাই ভালো জানে, ভালোবাসার মানে।
সবাই বলে চন্দ্রাবতী যুদ্ধে গেছে মারা
আমার কাছে মনে হয় ভুল বলছে তারা।

লাল- সবুজের পতাকাটি সামনে যখন আসে
চন্দ্রাবতী তারই মাঝে আমায় দেখে হাসে।
আমার কাছে চন্দ্রাবতী সোনার বাংলাদেশ
চন্দ্রার প্রতি ভালোবাসা হবে নাকো শেষ।

কবি পরিচিতি ঃ ডিএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস

অজানা গন্তব্য
মোঃ গোলাম সরওয়ার

দুরে কোন আলোর হাতছানি
একটু একটু করে এগিয়েছি তার পানে
নিজেকে নতুন সাজে দেখব বলে
এক নতুন দিনের সন্ধানে।
পথ চলতে কত আলেয়া আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে
আমিতো ভুলিনি আমার গন্তব্য
যেখানে নববধূ সেজে ভবিষ্যৎ।
আমার আরাধনা- সেই পূর্ণিমার চাঁদকে।
এভারেস্ট শৃঙ্গ হারিয়ে যায় আমার পদতলে
আমার দম্ভ, আমার আকাঙ্ক্ষা এইতো আমার পুঁজি।
আমি তাকে আঁকড়ে ধরি বারংবার
কামনা করেছি তারে অশ্রুজলে।
আমার উগ্রতায় ধরাশায়ী
প্রমত্তা ঢেউ, আমার ক্রোধস্ফুলিঙ্গে স্তম্ভিত বিশাখা।
দুরন্ত আমার ছুটে চলা
আমার স্পন্দন জুড়ে আকাঙ্ক্ষা
শুধুই সেই চন্দ্রপূর্ণিমায় স্নান করা।
জীবনের স্বর্গগুলিতে একই সমীকরণ দাঁড়িয়ে গেছে।
আকাঙ্ক্ষা, কেবলই আকাঙ্ক্ষা
ব্রতী, আরতি, বিরতি, প্রণতি সবাইকে দিয়েছি ছুটি
কেবলই আলোর সন্ধানে। হায়!
গন্তব্য যে আমার কতদূর আজও জানিনা আমি
কোথায় ভবিষ্যৎ সেজে আছে নববধূ
চেয়ে আছে আমার পথপানে।

কবি পরিচিতি : ক্যাশ অফিসার, চট্টগ্রাম অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা   সুবলকুমার বণিক

আজব শব্দ পৃথকীকরণ

আজব শব্দ পৃথকীকরণ
একে নিয়ে দেখি হয়েছে মরণ!
এই শব্দটি শুদ্ধ তো নয়
দেখে পণ্ডিত ক্রুদ্ধ তো হয়।
শুদ্ধ শব্দ পৃথক্করণ
সুতরাং করো একেই বরণ!

[আজকাল বিযুক্ত, স্বতন্ত্র তথা আলাদাকরণ অর্থে 'পৃথকীকরণ' শব্দটি খুব চালু হয়েছে। এটি একটি ভুল শব্দ। সরকারিকরণ, উদারীকরণ, আত্মীকরণ, আত্তীকরণ, দূরীকরণ, বশীকরণ প্রভৃতি শব্দের সাদৃশ্যে এই ভুল শব্দটি প্রচলিত হয়েছে। 'পৃথকীকরণ' শুদ্ধ নয়। শুদ্ধ শব্দ 'পৃথক্করণ', তা থেকে বিশেষণপদ 'পৃথক্কৃত'।]

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

প্রভাকর দ্যুতি মন্ডল (প্রত্যয়)
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাতা: প্রণালী রাণী ভৌমিক
পিতা: সুখময় মন্ডল
(এডি, এফআইসিএসডি, প্র.কা.)

জান্নাতুল ফেরদৌস (সিফা)
ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা

মাতা: আফরোজা পারভীন
পিতা: মোঃ আলাউদ্দীন হোসেন
(জেডি, এফআইসিএসডি, প্র.কা.)

তানজিম আহমেদ মোল্যা
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: নাজমা শিমুল পাশা
পিতা: মোঃ আব্দুল মতিন মোল্যা
(ডিডি, মতিঝিল অফিস)

মোঃ কামরুল হাসান (রায়হান)
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মাতা: কামরুন্নাহার (জলি)
পিতা: মোঃ খুরশিদ আলম
(ডিডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.)

মাশরাফি আরেফিন
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাতা: নুরুন নাহার ইসলাম
পিতা: মোহাম্মদ আরফান আলী
(ডিডি, ডিবিআই-৩, প্র.কা.)

রোদশী তাহসিন
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: হাসনা ইসলাম
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)
পিতা: মোহাঃ গিয়াসউদ্দিন

মোবাশশিরা তাসনীম পুষ্পিতা
কুর্মিটোলা শাহিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: সাহিদা বেগম
পিতা: এ কে এম খোরশেদ আলম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

সামিহা আহমাদ প্রমা
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মাতা: জান্নাত-ই-সুলতানা
পিতা: মোঃ সেলিম আহমদ
(জেডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.)

নাজিয়া নুসরাত লাবন্য
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: লুৎফন নাহার লুনা
পিতা: মৃধা নবী হোসেন
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

জান্নাতুল ফেরদৌস শারিয়া
ঢাকা আইডিয়াল ইনস্টিটিউট

মাতা: হোসনে আরা কবির কানন
পিতা: মোহাম্মদ সামসুউদ্দিন আহমেদ
(জেডি, ডিএফআইএম, প্র.কা.)

তাহসিন তাসমিয়া মিম
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ
মাতা: নিগার সুলতানা
পিতা: রবিউল হাসান
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মুস্তাকা জাহিন শায়িরা
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ
মাতা: শাহানা ফেরদৌসী
(ডিডি, বিএফআইইউ, প্র.কা.)
পিতা: আবদুল বাতেন

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

নাফিউল ইসলাম আনান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: নাজমুন নাহার
পিতা: জহিরুল ইসলাম
(এএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

ফাতেমা আক্তার মুমু
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

মাতা: আফরোজা আক্তার লাকি
পিতা: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান
(ডিএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

ফাইরুজ আনজুম অদ্বিতীয়া
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: সাহানা আকতার জলি
পিতা: এ.কে.এম সাঈদ হোসেন
(ডিডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

ইসরাত জাহান সাদিয়া
মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: আনোয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ আনিছুজ্জামান
(এডি, এএন্ডবিডি, প্র.কা.)

ফারহান সাকিব
কুর্মিটোলা শাহিন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: সাহিদা বেগম
পিতা: এ কে এম খোরশেদ আলম
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

কথা আচার্য্য
জালালাবাদ পাবলিক স্কুল ও কলেজ, সিলেট

মাতা: ঝুমা রানী আচার্য্য
পিতা: সুভাষ চন্দ্র আচার্য্য
(ডিএম, সিলেট অফিস)

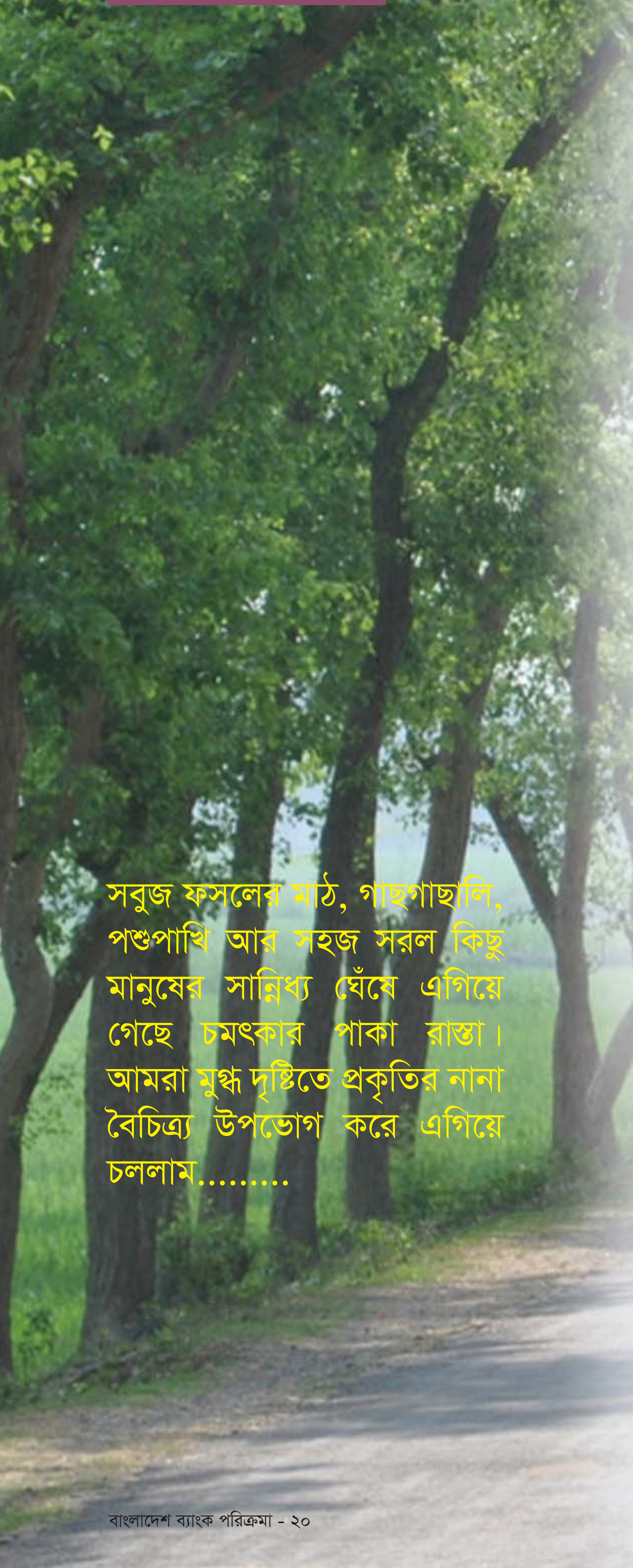

আঙ্গরপোতা দহগ্রাম: এক টুকরো বাংলাদেশ

মাহফুজুর রহমান

আঙ্গরপোতা দহগ্রাম, বাংলাদেশের বাইরে এক টুকরো বাংলাদেশ। প্রতিবেশী ভারতের সীমানার ভেতরে এই দুটো ইউনিয়নে উড়ে বাংলাদেশের পতাকা। লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানা সদর পেরিয়ে বামদিকে যে রাস্তাটি এগিয়ে গেছে সেটিই আঙ্গরপোতা দহগ্রাম যাবার রাস্তা। বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড আর এই ছিটমহলের মাঝখানে আছে ভারতের তিন বিঘা জমি। এটি তিন বিঘা করিডোর নামে খ্যাত। একসময় দিনের বেলা এ করিডোর ঘন্টায় ঘণ্টায় খোলা ও বন্ধ করে দেয়া হতো। তারপর কেবল দিনের বেলায় খুলে দেবার নিয়ম চালু হয়। আর বর্তমানে করিডোরটি দিনরাত খোলা থাকে।

আমরা স্কুল ব্যাংকিং প্রোগ্রাম নিয়ে রংপুর এসেছি। প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন করে মাঝখানে একদিন সময় পাওয়া গেল। সবার ইচ্ছে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাওয়া। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়া হলো আমরা আঙ্গরপোতা দহগ্রাম যাবো। শুক্রবার সকাল আটটায় দুটো মাইক্রোবাসে চড়ে আমরা রওনা হলাম পাটগ্রামের উদ্দেশে। সবুজ ফসলের মাঠ, গাছ-গাছালি. পশুপাখি আর সহজ সরল কিছু মানুষের সান্নিধ্য ঘেঁষে এগিয়ে গেছে চমৎকার পাকা রাস্তা। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য উপভোগ করে এগিয়ে চললাম, রাস্তার দু'পাশে তামাক ক্ষেত দেখে অনেকেই নানা মন্তব্য করলো। ধূমপানে বিষপান, এ খবর সম্ভবত এ এলাকায় এখনো এসে পৌঁছেনি। উল্টোদিক থেকে লাইন ধরে এগিয়ে আসছে গরুর গাড়ির সারি। হয়তো আর একটু পরেই মাঠের মাঝখানে গিয়ে গাড়ি চালকরা গলা ছেড়ে ভাওয়াইয়ার মিষ্টি সুরে মাতিয়ে দেবে পথিকদের।

সবুজ ফসলের মাঠ, গাছগাছালি, পশুপাখি আর সহজ সরল কিছু মানুষের সান্নিধ্য ঘেঁষে এগিয়ে গেছে চমৎকার পাকা রাস্তা। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্য উপভোগ করে এগিয়ে চললাম.........

আঙ্গরপোতা দহগ্রামে প্রবেশের মুহূর্তে তিন বিঘা করিডোরে দেখা হলো বিএসএফ, বন্দুকধারী সেপাই তপন ভাস্করের সাথে। শুকনো লাঠির মতো শারীরিক বাঁধন, খটখটে গলায় হাসিমুখে অনবরত হিন্দি-বাংলা মিশিয়ে কথা বলেন। বিশেষ করে বাংলাদেশিদের সাথে অনর্গল কথা বলতে পছন্দ করেন তিনি। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও এখানে এসেছিলেন এবং তপনের সাথে কথা বলেছিলেন। এটা তার হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আমরা তিন বিঘা করিডোর পার হয়ে জিয়াউর রহমানের মুদি দোকান দেখতে পেলাম। ছিটমহলের শুরুতেই ডানদিকে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে এই দোকান। এখানে বাংলাদেশি নানা পণ্য পাওয়া যায়। দোকানের পাশেই বিজিবির সদস্যরা রাইফেল কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে উড়ছে বাংলাদেশি পতাকা।

তিন বিঘা করিডোরটুকু গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে আসতে হয়েছে। আমরা আবার গাড়িতে চড়ে দহগ্রাম ইউনিয়নের ভেতর ঢুকলাম। গাড়ি এগিয়ে চলছে অপ্রশস্ত পাকা রাস্তা দিয়ে। আমাদের মনে এক ধরনের শিহরণ। কারণ চারদিকে দৃশ্যমান ভারত। ঐ বাড়িটি ভারতের, ঐ লোকটি

ভারতীয়, ঐটি বিএসএফের অবজারভেশন টাওয়ার। পুরো জায়গাটিই কেমন যেন বন্দি বন্দি লাগে। প্রায় ২৬ বর্গ কিলোমিটারের এই ছিটমহলে কুড়ি হাজার মানুষ এভাবেই বেঁচে আছেন।

আজ লালমনিরহাট জেলার জেলা প্রশাসক এখানে এসেছেন। স্থানীয় স্কুলের সামনে তিনি সমবেত মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন। আমরা তাড়াতাড়ি গেলে হয়তো তাঁকে পাবো। কিন্তু না, জেলা প্রশাসকের গাড়ির বহর আমাদের পাশ দিয়ে ফিরে গেল একটু পরেই। আমরা আরো কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর দেখলাম রাস্তার পাশে আছে দহগ্রাম হাই স্কুল। তার পাশে দশ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছোট্ট হাসপাতাল। তবে হাসপাতালে ডাক্তার এবং ওষুধের অভাব লেগেই আছে বলে জানালেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক। আরো কিছুদূর এগিয়ে পথের পাশে একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা পাওয়া গেল। মসজিদের পাশে একটি দানবাক্স রয়েছে।

গাড়িতে চড়ে আর সামনে যাওয়া যাবে না। এখানেও বিজিবি'র ঘাঁটি আছে। আমরা এখানে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেলাম; আমাদের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের শেষ বাড়িটি দেখা। শেষ বাড়ির বাসিন্দাদের সাথে কথা বলা।

আমরা আঙ্গরপোতা শূন্য কিলোমিটার লেখা ফলকের পেছনে দাঁড়িয়ে ছবি তুললাম। কাছেই একটা তামাক ক্ষেত পরিচর্যা করছেন একজন কৃষক। আমরা একটুখানি এগিয়ে তার কাছে গেলাম। ভদ্রলোকের নাম সামিউল হক। তিনি সম্প্রতি বিয়ে করেছেন। লালমনিরহাটে তার শ্বশুরবাড়ি। আমাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন যে, আঙ্গরপোতার মতো ভালো এলাকায় বিয়ে হওয়াতে তার স্ত্রী খুবই খুশি। আমি এ কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য ভদ্রলোকের স্ত্রীর সাথে কথা বলতে চাইলে তিনি বললেন- ঐটা মুর বাড়ি। ওটে যাও। যাইয়া মুর বউক পুছ করো বাহে। মুই ছাচা কনু না মিছা কনু।

তার কাছ থেকে আরো জানতে পারলাম যে, তার নানার বাড়ি ভারতে। মাঝে মধ্যে রাতের আঁধারে তিনি চলে যান ভারতে। বিশেষ করে সেখানে যখন মেলা হয়, দোল-যাত্রা ইত্যাদি উৎসব হয় তখন তিনি ওপাড়ে চলে যান। আবার দু'চারদিন পর রাতকে সঙ্গী করেই চলে আসেন বাংলাদেশে। এতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না।

আঙ্গরপোতার শেষ বাড়িটি শূন্য কিলোমিটার লেখা ফলকের ২০ গজ দূরে। বাড়ির সামনে গিয়ে আমরা কিছুক্ষণ ডাকাডাকি করে জানতে পারলাম কেউ বাড়িতে নাই। অগত্যা আমরা ফিরে আসছি, ঠিক সেই মুহূর্তে হনহন করে হেঁটে বাড়িতে ঢুকলেন সামিনা বেগম ও তার ছেলে রবিউল। আমরা কথা বলতে চাইলে তারা আমাদের বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলেন। ছোট ছিমছাম টিনের ঘর। উঠানটি ঝকঝকে পরিষ্কার। ছেলেটি এবার এসএসসি পাশ করেছে। কথা বলে কম, তবে চোখেমুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ। আমরা তাদের কিছু ছবি তুলে নিলাম। আমাদের সঙ্গীদের একজন পানি খেতে চাইলে ভদ্রমহিলা ঘর থেকে একটা কাঁচের গ্লাস নিয়ে এলেন। তারপর গ্লাসটি সুন্দর করে ধুয়ে টিউবওয়েল থেকে পানি তুলে তাকে দিলেন। তার ব্যবহারে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একে একে অনেকেই বাংলাদেশের সীমান্ত সংলগ্ন এই টিউবওয়েলের পানি পান করে নিলো।

এবার আমাদের ফিরতে হবে। আমরা ফেরার পথে রাস্তার পাশেই ভারতের একটি জমির আইলে দু'জন বিএসএফ সদস্যকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁদের একজনের সাথে কথা হলো। তিনি বিহারের লোক, অন্যজন উত্তর প্রদেশের। দ্বিতীয়জন আমাদের সাথে কথা বলাটা পছন্দ করছিলেন না। অগত্যা বাকপটু বিহারি ভদ্রলোককে কথা বন্ধ করে ফিরে যেতে হলো। আমরাও আবার রওনা হলাম দেশের মূল ভূখণ্ডের পথে। আর আমাদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রইল কুড়ি হাজার অবরুদ্ধ মানুষের এই জনপদের প্রতিটি মুহূর্ত।

■ *লেখক ঃ নির্বাহী পরিচালক, প্র.কা.*

উত্তরাঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ি

তামাক ক্ষেতে কাজ করছেন কৃষক মোঃ সামিউল হক

সীমান্ত সংলগ্ন শেষ বাড়ির বাসিন্দারা

সীমান্ত প্রহরায় দায়িত্বরত বিজিবি সদস্য

ব্যাংক ব্যবস্থার ধারণা

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রানীতি তৈরি করে। মুদ্রানীতি হলো কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশে কি পরিমাণ মুদ্রা ছাড়া হবে, বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ ঋণ দেওয়া হবে তার নীতি তৈরি করা। বাজারে বেশি পরিমাণ টাকা ছাড়া হলে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়; একে বলে মূল্যস্ফীতি। আবার বাজার থেকে টাকা উঠিয়ে নিলে, অর্থাৎ বাজারে টাকার পরিমাণ কমে গেলে জিনিসপত্রের দাম কমে যায়; একে বলে মূল্য সংকোচন। তাছাড়া নোট ছেপে তা বাজারে ছাড়ার কাজটিও এ ব্যাংকই করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর লাইসেন্স দেয়, এদের কাজ তদারক করে। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনাও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আরও অনেক কাজ করে থাকে। যেমন কৃষকদের কাছে সহজে কৃষিঋণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গড়ে তোলার জন্য উদ্যোক্তাদের সাহায্য করা ইত্যাদি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ

বাণিজ্যিক ব্যাংক মূলত মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে অর্থবাজারে কাজ করে। এরা জনসাধারণের নিকট থেকে কম সুদে আমানত গ্রহণ করে, অধিক সুদে তা ঋণ হিসেবে দেয়। মূল্যবান সম্পদ নিরাপদে জমা রাখে, বৈদেশিক বাণিজ্যে সাহায্য করে, টাকাপয়সা দেশে-বিদেশে স্থানান্তরে সাহায্য করে। তা ছাড়াও কমিশনের বিনিময়ে গ্রাহকের পক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংক বহু ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রা

আমরা জানি, দুনিয়ার প্রতিটি দেশেরই আলাদা আলাদা মুদ্রা আছে। বাংলাদেশে যেমন টাকা, ভারত ও পাকিস্তানে রুপি, সৌদি আরবে রিয়াল, আমেরিকায় ডলার, ব্রিটেনে পাউন্ড, ফিলিপিন্সে পেসো ইত্যাদি। দেশের নিজস্ব মুদ্রা ব্যতীত অন্য দেশের টাকাকে বলা হয় বৈদেশিক মুদ্রা বা ফরেন কারেন্সি।

বিদেশ থেকে পণ্য বা সেবা কেনার জন্য আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। বিভিন্নভাবে আমরা বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করতে পারি। এগুলোর মধ্যে পণ্য রফতানি উল্লেখযোগ্য। নিজের দেশের পণ্য বিদেশে বিক্রয় করে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া যায়। আবার দেশের মানুষ বিদেশে কাজ করতে গিয়ে যে টাকা উপার্জন করে তা দেশে পাঠালেও সরকারের কোষাগারে বৈদেশিক মুদ্রা জমে। প্রয়োজনে বিদেশি ব্যাংক, সরকার বা অন্য কারও নিকট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়া যায়।

সাধারণত এক দেশের টাকা অন্য দেশে অচল। অর্থাৎ এক দেশের টাকা দিয়ে অন্য দেশে বেচাকেনা করা যায় না। মানুষ যেমন তার অভাব পূরণের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করে, আজকাল তেমনি এক দেশও অন্য দেশের ওপর নির্ভর করে। কোনো দেশই তার নিজের জন্য দরকারি সব পণ্য বানাতে পারে না। সেসব পণ্য ও সেবা তাদের অন্য দেশ থেকে কিনে আনতে হয়।

ধরা যাক, বাংলাদেশ ফিলিপিন্স থেকে কিছু মেশিন কিনতে চায়। এখন এই মেশিনের দাম বাবদ যদি বাংলাদেশি টাকা দেওয়া হয় তাহলে বিক্রেতা তা নেবে না। কারণ ফিলিপিন্স বা দুনিয়ার অন্য কোনো দেশে বাংলাদেশি টাকা অচল। আবার ফিলিপিন্স যদি মেশিনের দাম হিসেবে পেসো চায়, তাহলে সেটা বাংলাদেশের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হবে না। তবে ফিলিপিন্সের মেশিনবিক্রেতা রাজি থাকলে তাকে কিছু চা বা পাট দেওয়া যেতে পারে। কারণ, বাংলাদেশ চা ও পাট বিক্রি করে। কিন্তু মেশিনবিক্রেতা তো চা বা পাট নিতে নাও চাইতে পারে।

এক্ষেত্রে অন্য একটি দেশের টাকাকে লেনদেনের মাধ্যম বানানো যায়, যা গ্রহণ করতে সবাই রাজি থাকবেন। বর্তমানে যেমন আমেরিকার ডলার সবাই নিতে চায়। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে চা বা পাট বিক্রয় করে ডলার সংগ্রহ করা যায়। সেই ডলার দিয়ে সহজেই ফিলিপিন্স থেকে মেশিন কেনা যায়।

পৃথিবীর উন্নত বা ধনী দেশগুলোর টাকা অন্য সকল দেশই নেয়। আমেরিকার ডলার ছাড়াও গ্রেট ব্রিটেনের পাউন্ড, জাপানের ইয়েন বা সিংগাপুরের ডলার ইত্যাদি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য। এটিও সকলেই গ্রহণ করে থাকে। ইউরোপের ১২ দেশ মিলে একমাত্র মুদ্রা ব্যবহার করছে-সে মুদ্রার নাম ইউরো।

শুধু পণ্য কেনাবেচার বেলায়ই নয়, কেউ যদি অন্যদেশে বেড়াতে, পড়তে, চিকিৎসা করতে বা অন্য কোনো কাজে যেতে চায়, তখনও সে এসব গ্রহণযোগ্য টাকা নিয়ে যেতে পারে। যেমন, কেউ ভারত বেড়াতে গেলে সে যদি মার্কিন ডলার, পাউন্ড বা ইউরো নিয়ে যায়, তাহলে সেখানে এগুলো বদল করে সে ভারতীয় রুপি পেতে পারে। তখন সে তার ইচ্ছেমতো ভারতে কেনাকাটা তথা খরচ করতে পারবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে লেনদেন

বাণিজ্যিক ব্যাংকে হিসাব খুলে যে কেউ লেনদেন করতে পারেন। ব্যাংকের নির্ধারিত ফরম পূরণ করে নিজের সঠিক ও পূর্ণ পরিচয় দিয়ে ব্যাংকে হিসাব খোলা যায়। বাংলাদেশে গরিব মানুষেরা মাত্র দশ টাকা জমা দিয়েও ব্যাংকে হিসাব খুলতে পারেন। ব্যাংকে হিসাব খুললে একটি চেকবই পাওয়া যায়। ব্যাংকে টাকা জমা থাকলে প্রয়োজন অনুসারে টাকা তোলা যায়। চেকের পাতায় টাকার অঙ্ক লিখে তাতে সই করে ব্যাংকের কাউন্টারে জমা দিলে ব্যাংক নগদ টাকা প্রদান করে। আবার একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে ব্যাংক অধিক হারে সুদ দেয়। বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় বিনিয়োগ স্কিম আছে। এগুলো সম্পর্কে ভালো করে জেনে লাভজনক খাতে বিনিয়োগ করতে হয়।

ইসলামি ব্যাংকিং

আজকাল পৃথিবীর অনেক দেশে ইসলামি ব্যাংকিং চালু হয়েছে। পৃথিবীতে অনেকগুলো ধর্ম আছে। তন্মধ্যে ইসলাম একটি। ইসলাম মানে শান্তি। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা আল্লাহকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বলে বিশ্বাস করেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করেন।

ইসলাম ধর্মে সুদকে হারাম করা হয়েছে। হারাম কাজ করা একেবারেই নিষিদ্ধ। কেউ হারাম কোনো কাজ করলে পরকালে তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

সুদবিহীন ব্যাংকিং পদ্ধতির নাম ইসলামি ব্যাংকিং। এ পদ্ধতিতে চালিত ব্যাংকগুলো জনগণের কাছ থেকে নেওয়া আমানত বিভিন্ন ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে থাকেন। তারা লাভ-লোকসান বণ্টনের শর্তে ব্যবসায়ীদের কাজে অংশ নেন এবং অর্থ বিনিয়োগ করে থাকেন। এ ধরনের ব্যবসা থেকে মুনাফা পাওয়া গেলে তা থেকে ব্যাংকের আমানতকারীদের মুনাফার একটা ভাগ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে সাতটি ইসলামি ব্যাংক কাজ করছে।

■ পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক

ছবি আঁকিয়েদের পরিচয়

(বাংলাদেশ ব্যাংকের নববর্ষের শুভেচ্ছা কার্ডে ব্যবহৃত ছবির চিত্রশিল্পীর সাথে পরিক্রমা পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।)

নীলিমা আফরোজ ঐশী

স্কুল : ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ (অষ্টম শ্রেণি)
মাতা : হালিমা খাতুন
পিতা : আবদুল আউয়াল, এডি, সিএসডি-১, প্র.কা.
শখ : ছবি আঁকা, খেলাধুলা, গল্প করা, বই পড়া

তাসমিয়া মাহমুদ ঈলা

এই ছবিটি পরিক্রমার পাঠকদের জন্য এঁকেছে তাসমিয়া মাহমুদ ঈলা। সে ঢাকা ওয়াইএমসিএ স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী। মায়ের নাম নুরুন্নাহার, তিনি প্রধান কার্যালয়ের গভর্নর সচিবালয়ে উপপরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। বাবার নাম সুলতান মাহমুদ। ঈলা ছবি আঁকতে, খেলাধুলা করতে বেশি ভালোবাসে।

পাঠক সমাবেশ

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার 'পাঠক সমাবেশ-২০১৪' আগামী ৫মে ২০১৪ বেলা ৩.০০টায় প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হবে। গভর্নর ড. আতিউর রহমান পাঠক সমাবেশে উপস্থিত থাকার সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। পাঠক সমাবেশে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার আগ্রহী পাঠকদের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)
২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১৭ এপ্রিল ২০১৩ : ১৪৫৮০.৩৫
১৭ এপ্রিল ২০১৪ : ২০২১৬.৫৮

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
মার্চ ২০১৩ : ২৩০৩.৪২
জুলাই-মার্চ ২০১২-১৩ : ১৯৭০৩.৯৪
মার্চ ২০১৪ : ২৪১৩.৬৬
জুলাই-মার্চ ২০১৩-১৪ : ২২২৪২.৬৬

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
মার্চ ২০১৩ : ১২২৯.৩৬
জুলাই-মার্চ ২০১২-১৩ : ১১১২১.৩১
মার্চ ২০১৪ : ১২৭৩.৩২
জুলাই-মার্চ ২০১৩-১৪ : ১০৪৭৯.৪৪

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
ফেব্রুয়ারি ২০১৩ : ২৮৬৯.৬৪
জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১২-১৩ : ২৩১৫২.০৫
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : ৩৫৫৫.৯৯
জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৩-১৪ : ২৫৯৭৮.৬০

ব্রড মানি (M_2) স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৭১৬.৮২
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ৬৬২৩.১২

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ১০৭১.৬৮
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ১২১৪.৩৯

মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৪৭৬.০২
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ৬০৮৮.০৯

বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)
ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ৪৩৩৬.২৯
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ৪৮০১.৭৬

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**
মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.২৩
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৭১
মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৫৪
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৪৮

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

ছেঁড়া-ফাটা নোটের আয়তন পরিমাপের মেশিন

একটা সালোয়ার কামিজ পছন্দ হয়ে গেল নিলুফা'র! আজকের মতো কেনাকাটা হয়ে এসেছিলো। হঠাৎ লাল সবুজের এমব্রয়ডরি নকশার জামাটায় চোখ আটকে গেল। ব্যাগে এখনো মোটামুটি হাজার দেড়েক টাকা রয়েছে। দোকানিকে জামার মূল্যবাবদ হাজার টাকার একটি নোট বের করে দিলেন তিনি। দোকানি টাকা দেখলেন এবং বললেন চলবে না, টাকার কিছুটা ছেঁড়া। অগত্যা সাধের জামাটার মায়া ত্যাগ করে নিলুফাকে বাড়ির পথ ধরতে হলো। আমাদের অনেককেই বিভিন্ন সময় এমন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। আর এ সমস্যার সমাধান দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে স্থাপন করা হয়েছে নোট মেজারমেন্ট মেশিন। Bangladesh Bank Note Refund Regulations-২০১২ অনুসারে জনগণ দ্বারা উপস্থাপিত ছেঁড়া-ফাটা নোটের আয়তন অনুযায়ী আংশিক মূল্য প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বর্ণিত নোটের সঠিক আয়তন পরিমাপ করার গুরুত্ব বিবেচনা করে সকল শাখা অফিসের প্রয়োজনের তাগিদে ১১০টি Desktop মেশিন কেনে যার নাম Note Measurement Machine।

আগে এই ধরনের কেইস সমাধান করতে প্রায় এক মাসের বেশি সময় লেগে যেত। মেশিন ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ের মধ্যে দাবিকারীকে তার টাকার সঠিক হিসাব বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। সেক্ষেত্রে কোন ছেঁড়া-ফাটা নোটের আয়তন যদি ৯১% এর বেশি থাকে তাহলে সংশ্লিষ্ট নোটের ১০০%ই দাবিকারী পাবেন। আর যদি ৮৯-৭৬%এর মধ্যে থাকে তাহলে পাবেন ৭৫%, আর ৫১-৭৫%এর মধ্যে থাকলে পাবেন ৫০%। কিন্তু ছেঁড়া-ফাটা নোটের আয়তন যদি ৫০% এর নিচে থাকে সেক্ষেত্রে দাবিকারী কোন টাকা পাবেন না।

টাকা জমা দিতে কুমিল্লা থেকে এসেছেন হারুন মিঞা, মেরাদিয়া থেকে নিলুফা সুলতানা, মুন্সিগঞ্জ থেকে লিটন। লিটন ১০০০ টাকার একটি নোট জমা দিয়ে ৩০ মিনিটের মধ্যে পেয়ে গেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের এই সেবায় ভীষণ খুশি তিনি।

হারুন আমিন কোর্ট থেকে ১০০ টাকা মূল্যমানের একটি, ৫০০ টাকা মূল্যমানের একটি ও ১০০০ টাকা মূল্যমানের একটি সর্বমোট তিনটি নোট নিয়ে জমা দিলেন। মেশিনে চেক করার পর তাকে ব্যাংক থেকে ১০০ ও ৫০০ টাকার নোট দু'টির পরিবর্তে সমমূল্যের দু'টি নোট মাত্র আধঘন্টার মধ্যে প্রদান করা হলো কিন্তু ১০০০ টাকা মূল্যমানের নোটটি তাকে ফেরত দেয়া হলো। তার নোটটি বিনিময় হলো না। নোটের ওপরে 'বিকৃত নোট' একটা সীল মারা রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকে এই ধরনের মেশিন ইতিপূর্বে ছিল না। ছেঁড়া-ফাটা নোট নিয়ে লোকজন আগে নানা ভোগান্তির সম্মুখীন হতো। এই সমস্যা নিরসনের জন্য এবং জনগণকে আরও নাগরিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে এই মেশিন ব্যবহারের ফলে জনগণের হয়রানি কিছুটা হলেও লাঘব করা সম্ভব হচ্ছে। ইতোমধ্যে সকল শাখা অফিসে Note Measurement Machine সরবরাহ করা হয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।